জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০০৮

ভাষণ

মাননীয় উপদেষ্টা

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ

ঢাকা, শনিবার, ০৫ এপ্রিল ২০০৮, ২২ চৈত্র ১৪১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাগণ,
বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ,
সুধীমণ্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

জেলা প্রশাসকদের সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি আনন্দিত। আপনাদের সবার প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল।

গত এক বছরে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন খাতে অবস্থার উন্নয়নের কথা কয়েকজন জেলা প্রশাসক উল্লেখ করেছেন। এ অর্জন ও সাফল্যের জন্য আমি আপনাদের ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত অন্যান্য সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

জেলা প্রশাসকগণ,

প্রজাতন্ত্রের মাঠ প্রশাসনে আপনারা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। গত বছর দু'দফা বন্যা ও সাইক্লোন 'সিডর' আঘাত হানার আগে ও পরে প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পরবর্তী পর্যায়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে আপনাদের নিরলস প্রয়াস ও ইতিবাচক অবদানের জন্য আমি শুরুতেই আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, দুর্যোগের নেতিবাচক প্রভাব এখনও শেষ হয়নি। পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরি। বিশেষ করে, কৃষি উৎপাদন বাড়াতে মনোযোগী হতে হবে। তবে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ ও টেকনোলজি সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে। আমি আনন্দিত মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন। শুধু খাস জমি নয়, আবাদযোগ্য সব জমিতে যদি ফলন বাড়ানো যায় তা কৃষি উৎপাদনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এক বর্গফুট আবাদযোগ্য জমিও যাতে খালি পড়ে না থাকে, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এক ফসলি জমিকে দোফসলি এবং দোফসলি জমিকে তিন-ফসলি জমিতে রূপান্তরিত করতে হবে। কৃষকের আয় বাড়লে সরবরাহ বাড়বে এবং তা মূল্যপরিস্থিতির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এখন থেকে কৃষিখাতের অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধিকে আপনাদের কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সহকর্মীবৃন্দ,

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর জেলা প্রশাসকদের এটা দ্বিতীয় সম্মেলন। গত বছরের জুন মাসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পটভূমিসহ মূল এজেণ্ডা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে কথা বলেছি। এবার মাঠ প্রশাসন পর্যায়ে আমাদের প্রচেষ্টার অগ্রগতি এবং আগামী দিনের করণীয় সম্পর্কে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।

আপনারা জানেন, দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই বর্তমান সরকার দেশে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং টেকসই গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে আসছে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও আমরা আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এসেছি, কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জনকল্যাণে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক, তথা সকল পরিমণ্ডলে সুশাসনের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে হবে। তবে সরকারের বহুমুখী প্রয়াস ও পদক্ষেপ সত্ত্বেও কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য-পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নিচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে খাদ্য-দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ও আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমদানি প্রক্রিয়া, শর্তাবলী ও পদ্ধতিকে সহজতর করা হয়েছে। কয়েকটি অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যের উপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার এবং ব্যাংক ঋণের সুদের হার হ্রাস করা হয়েছে। দেশব্যাপী বোরো ধান সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। খোলা বাজারে চাল বিক্রয়ের কর্মসূচী দেশব্যাপী সম্প্রসারিত করা হয়েছে। বিডিআর এবং আনসার ও ভিডিপির মাধ্যমে খোলা হয়েছে ন্যায্যমূল্যের দোকান, যা শহর অঞ্চলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

এর পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণেও সরকার ব্যাপকভিত্তিক পদক্ষেপ নিয়েছে। এর আওতায় নিম্নবিত্ত ও দরিদ্রদের জন্য খোলা বাজারে ভর্তুকি মূল্যে চাল বিক্রি করা হচ্ছে। 'সিডর' ও বন্যাকবলিত এলাকায় ভিজিএফ ও ভিজিডি কর্মসূচীর ব্যাপক প্রসার ঘটানো হয়েছে। সরকার মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসংস্থান কর্মসূচিও চালু করেছে। এসকল কর্মসূচীর সাথে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এর মাধ্যমে দুঃস্থ নাগরিকেরা যাতে নির্বিঘ্নে ও স্বচ্ছতার সাথে সেবা পায় সেদিকে আপনাদেরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ভোজ্য তেলসহ অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের সরবরাহ ও বণ্টন নিশ্চিতকরণেও আপনাদেরকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে হবে। পরিস্থিতি উত্তরণে স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে নিয়মিত বৈঠক ও শলা-পরামর্শ করতে হবে।

সহকর্মীগণ,

আপনারা জানেন, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা হয়েছে। এই জটিল প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদানের জন্য আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এই পৃথকীকরণের ফলে প্রশাসনযন্ত্রে যাতে কোনো বিরূপ প্রভাব না পড়ে সেব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, শক্তিশালী ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি মজবুত ও সুদৃঢ় প্রশাসনিক কাঠামোও জনকল্যাণের জন্য অপরিহার্য।

জেলা পর্যায়ে মুখ্য সমন্বয়ক হিসেবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নে আপনাদেরকে আরো তৎপর হতে হবে। মান-সম্পন্ন ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো উন্নয়ন ঘটাতে হবে। ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আপনাদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। আপনাদেরকে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিতে হবে। কোনো সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দূরীকরণে ব্যবস্থা নিতে হবে। জেলা প্রশাসক হিসেবে আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিদর্শনের কার্যক্রমকে আরও জোরদার করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকেও জেলা প্রশাসকদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও পরিদর্শনের মনিটরিং জোরদার করতে হবে। এতে করে একদিকে যেমন স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরে জবাবদিহিতা সৃষ্টি হবে, তেমনি কর্মকর্তারাও পরিদর্শনে আরও আগ্রহী হবেন।

ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, জবাবদিহিমূলক ও গতিশীল করার ব্যাপারে আমি জেলা প্রশাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সাম্প্রতিক উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে অনেক সরকারি জমি উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলোকে টিকিয়ে রাখতে পদক্ষেপ নিতে হবে। পরিবেশগত বিপর্যয় রোধে বনাঞ্চল, ডোবা, বিল, নদী, জলাশয় রক্ষায় মনোযোগী হতে হবে। স্থানীয় হাট-বাজারসমূহ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বন্দোবস্ত দিতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি বাস্তবায়নাধীন কৃষক-বাজার প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়নে সহায়তা দিতে হবে। আপনাদের মনে রাখতে হবে, স্থানীয় হাট-বাজার ও গ্রোথ-সেন্টার-কেন্দ্রিক অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির যথেষ্ট গুরুত্ব

রয়েছে। এর সাথে দরিদ্র জনগণের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সরকারি বিধি-বিধান মেনে চলার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের জীবিকার বিষয়েও আপনাদেরকে সংবেদনশীল হতে হবে।

সহকর্মীবৃন্দ,

কর্মক্ষেত্রে আপনাদের নানাবিধ সমস্যার ব্যাপারে সরকার অবহিত আছে এবং সেগুলো সমাধানেও সচেষ্ট রয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন লজিস্টিক সমস্যা সমাধানে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছি। দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের কার্যকারিতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। তাই সরকার মাঠ প্রশাসনে কর্মরত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের জন্য মোবাইল ফোন বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করছে। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

সহকর্মীগণ,

আপনারা জানেন, বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে এ-বছর ডিসেম্বরের মধ্যে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান। নির্বাচন কমিশন এই লক্ষ্য অর্জনে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। তারা নির্বাচনী সংস্কার বিষয়ে রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের সাথে আলোচনা করেছে। আই.ডি কার্ড সহ ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নও অনেক দূর এগিয়েছে। এ কাজে নির্বাচন কমিশনকে সামরিক বাহিনী, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরাসরি সহযোগিতা করছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম এখন থেকেই আপনাদের শুরু করতে হবে। সকল অবস্থায় নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য তৈরি থাকতে হবে। যেসব এলাকায় এখনও ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়নি, সেখানে যাতে দ্রুত একাজ শেষ হয় সেজন্য জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে হবে। অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভাপতি হিসেবে জেলা প্রশাসকদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সহকর্মীবৃন্দ,

জনগণকে সার্বক্ষনিক সেবাদান প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি কর্মচারির সাংবিধানিক দায়িত্ব। রাষ্ট্র, জনগণ, ইন ও সংবিধানের প্রতি আপনাদের দায়বদ্ধতা হতে হবে প্রশ্নাতীত। আপনাদের প্রতিটি কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে হবে। জনকল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেশপ্রেম, সততা ও নিরপেক্ষতা প্রদর্শনে হতে হবে আপোসহীন। সরকারের প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের ব্যাপারে আপনাদেরকে সর্বদা সজাগ ও তৎপর থাকতে হবে। এসকল ক্ষেত্রে কোনো প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন গ্রহণযোগ্য হবে না।

পরিশেষে একটি ক্ষুধা, দারিদ্র ও দুর্নীতিমুক্ত জ্ঞান-নির্ভর সমাজ বিনির্মাণে প্রশাসনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ঐকান্তিক প্রয়াস আগামীতে আরো বেগবান হবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে, এবং আগামী দিনগুলোতে আপনাদের উত্তরোত্তর পেশাগত সাফল্য ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

আল্লাহ হাফেজ।

....